(৩৬)

যুগান্তর

তারিখ SEP 16 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

ফুলতলীর পীরের সমাবেশে বক্তারা

আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি না মানলে কঠোর আন্দোলন

যুগান্তর রিপোর্ট

ফুলতলীর পীর মাওলানা আবদুল লতিফ চৌধুরীর নেতৃত্বে লংমার্চ কাফেলা শুক্রবার বিকাল ৫টার দিকে ঢাকায় পৌঁছেছে। কয়েকশ' গাড়ির বহর নিয়ে ফুলতলীর পীর এই কাফেলায় নেতৃত্ব দেন। কাফেলায় দেশের বিশিষ্ট ওলামা-মাশায়েখ এবং মাদ্রাসার ছাত্ররা যোগ দেন। ফাজিল-কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের আদেশ বাতিলের দাবিতে এই লংমার্চের আয়োজন করা হয়। কাফেলা নিয়ে পরে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে দেশের ওলামা-মাশায়েখ ও কঠোর : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

কঠোর : আন্দোলন

(২০ পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ ফুলতলীর পীরকে স্বাগত জানান এবং লংমার্চ সফল করায় তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের মহানগর শাখা এই সমাবেশের আয়োজন করে। ফুলতলীর পীর মাওলানা আবদুল লতিফ চৌধুরী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তারা অবিলম্বে দেশে একটি স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে বলেন, ফাজিল-কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত মানি না, মানব না। দাবি মানা না হলে সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। তারা বলেন, আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে কোন চক্রান্ত সহ্য করা হবে না। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা নুরুল হুদা ফয়েজী, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা ঈসা সাহেদী ও নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা আবদুর রকিব। এ সময় জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক আলহাজ এএমএম বাহাউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। সিলেট ব্যুরো জানায়, এর আগে ফুলতলীর পীর আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরীর আহ্বানে গতকাল গাড়িবহর নিয়ে সিলেট থেকে ঢাকা লংমার্চ করেছেন তার অনুসারীরা। লংমার্চের মধ্যবিরতিতে শায়েস্তাগঞ্জের লস্করপুরে সমাবেশ করেন তারা। সমাবেশে তারা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, জনমত উপেক্ষা করে কতিপয় ইসলামবিরোধীর ষড়যন্ত্রে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে জোট সরকার। তারা বলেন, সরকার ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শে বিভ্রান্ত হয়ে যদি আলেম-ওলামাদের দাবি এড়িয়ে যেতে চায় তবে আন্দোলন আরও কঠোর হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র রুখতে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরনের আন্দোলনে যেতে ফুলতলীর পীরের অনুসারীরা প্রস্তুত। আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে দাবি পূরণে বাধ্য করা হবে বলেও তারা উল্লেখ করেন। গতকাল সকাল ৮টায় সিলেট নগরীর দক্ষিণ সুরমার হুমায়ুন রশীদ স্কোয়ার থেকে গাড়িবহর নিয়ে এই লংমার্চ শুরু হয়। স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রি এবং মাস্টার্সের সমমান প্রদানের দাবিতে এই কর্মসূচির ডাক দেন ফুলতলীর পীর আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী। তালামীযে ইসলামিয়া ও আঞ্জুমানে আল ইসলাহ মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে গতকাল লংমার্চ কর্মসূচিতে অংশ নেন। ফুলতলীর পীর এই কর্মসূচি আহ্বান করলেও আকস্মিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি লংমার্চে যাননি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য লংমার্চ-পরবর্তী সমাবেশে যোগ দিতে পীর সাহেব আকাশপথে ঢাকায় পৌঁছেন। শায়েস্তাগঞ্জ প্রতিনিধি কামরুজ্জামান আল রিয়াদ জানান, পথিমধ্যে একাধিক সমাবেশ শেষে লংমার্চকারীরা জুমার নামাজ আদায় করেন শায়েস্তাগঞ্জের লস্করপুর ঈদগাহ ময়দানে। এ সময় বেশ কয়েকটি মিছিল এসে লংমার্চে যোগ দেয়। জুমার নামাজ শেষে ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে বক্তারা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে তারা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়, আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এর অধীনে মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তারা জামায়াতকে ইঙ্গিত করে বলেন, সরকারের অভ্যন্তরে থেকে ইসলামী লেবাসে যারা মাদ্রাসাবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আলেম-ওলামাদের দাবি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যারাই অবস্থান নেবে তাদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে। বরেণ্য পীর বুজুর্গদের মনে আঘাত দিলে ভবিষ্যতে আর কখনো ক্ষমতার মুখ দেখতে পারবে না। লস্করপুর ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন আঞ্জুমানে আল ইসলাহ বাংলাদেশের মহাসচিব হুসাম উদ্দিন চৌধুরী। এতে পীরজাদা ইমাদ উদ্দিন ছাড়াও আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।